বাংলাদেশ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি (ভূমি ও দালান) বিধিমালা, ১৯৭৩

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)

২০০৯

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

নং-২/৫/৭৩/ডি-৮, তারিখ ঢাকা, ২২ মে, ১৯৭৩।

বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৬, ১৯৭২) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ-

বাংলাদেশ ক্যান্টনমেন্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি (ভূমি ও দালান) বিধিমালা, ১৯৭৩।

১। *সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ।*- (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ ক্যান্টনমেন্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি (ভূমি এবং দালান) বিধিমালা, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এইগুলি একটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবস্থিত পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। *সংজ্ঞা।*- এই বিধিমালায় বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী না হইলে ঃ-

(ক) "অনুচ্ছেদ" অর্থ আদেশের অনুচ্ছেদ;

(খ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) "আদেশ" অর্থ বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৬, ১৯৭২);

(ঘ) "সম্পত্তি" অর্থ যেই কোন সম্পত্তি, যাহা বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (দখল গ্রহণ) বিধি, ১৯৭২ এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি(১) এর অধীনে দফা ৯ক তে "পরিত্যক্ত সম্পত্তির শ্রেণীসমূহং এই শিরোনামে উল্লেখ করা হইয়াছে;

(ঙ) "দালান" অর্থ –

(i) একটি আবাসিক গৃহ, যাহা উহার সংগের ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং যেই কোন প্রাঙ্গণস্থিত পুকুর, উপাসনার স্থান এবং এইরূপ আবাসিক গৃহ সংযুক্ত কবর বা শ্মশানঘাট, যাহা উহার সংগে আছে, এবং যেই কোন বহিঃগৃহ এবং যথাযথভাবে সীমানা আবদ্ধ ভূমি, উহা খালি হউক বা না হউক, যাহা উহার সংশ্লিষ্ট হিসাবে গণ্য, উহা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ii) একটি দালান বা যেই কোন প্রকারের স্থাপনা এবং উহা দ্বারা আবৃত ভূমি এবং উহার সংগে প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ।

৩। *অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীনে দায়সমূহ নির্ধারণ।*- (১) দায়সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাবীদারকে শুনার সুযোগ প্রদানের পর, তিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ তদন্ত করিতে পারেন এবং সেইরূপ দলিলসমূহ এবং নথিসমূহ পরীক্ষা করিতে পারেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীগণকে তলব করা এবং তাহাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করিতে পারেন এবং একইভাবে দলিলসমূহ উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিতে পারেন এবং যতদূর প্রয়োজন ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে প্রদত্ত বিধিসমূহ প্রয়োগ করিতে পারেন।

(২) একটি সম্পত্তির দায়সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পত্তির সরাসরি প্রদেয় হিসাবে গণ্য হইবে, যথা –

(ক) সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত ভাড়া, শুল্ক ও কর;

(খ) বকেয়া পাওনা বা সুদ সমেত ভাড়া, যাহা সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্পোরেশন সমূহকে সম্পত্তির জন্য প্রদেয়;

(গ) সম্পত্তির বার্ষিক সংরক্ষণ, মেরামত এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

(৩) সম্পত্তির সংগে সরাসরি সম্পর্কিত নহে বা যাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রদেয় নহে এইরূপ দায় উহার দায় হিসাবে গণ্য হইবে না; এবং একটি দালানের মোট প্রদেয় দায়, কোন ক্ষেত্রেই, দালানের মূল্যের চার ভাগের তিন ভাগ এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অপেক্ষা অধিক হইবে না।

(৪) এই বিধির অধীনে নির্ধারিত দায়সমূহ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ অনুসারে পরিশোধ করা হইবে, কিন্তু যেই ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি হইতে আয় পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে দায় হিসাবে বাৎসরিক মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের অধিক হইবে না।

৪। **অনুচ্ছেদ ১৫ এর অধীনে ক্যান্টনমেন্টে দরখাস্ত পেশকরণ।**- (১) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১) এর অধীনে একটি দরখাস্ত, সম্পত্তি যেই ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) যেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, তিনি সাক্ষিগণকে তলব করা এবং তাহাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করিতে পারেন এবং একইভাবে দলিলসমূহ উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিতে পারেন এবং যতদূর প্রয়োজন ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে প্রদত্ত বিধিসমূহ প্রয়োগ করিতে পারেন।

৫। **আপিল**।- অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন, বাংলাদেশ এবং পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন এর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আপিল করিতে হইবে।

৬। **বেআইনী দখলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ**।- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হইবেন।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন –

(ক) অনুচ্ছেদ ১৭ এর দফা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে –

(i) তাহার হিসাব মতে সম্পত্তি বা উহার অংশের বেআইনী দখলদার উহা হইতে কোন মুনাফা অর্জন করেন কিনা বা করিয়াছেন কি না;

(ii) বেআইনী দখলের সময় ঐ সম্পত্তি বা উহার অংশের জন্য কোন ভাড়া আছে কি না;

(iii) তাহার হিসাব মতে সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন ছাড়াও সরকারের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে কি না বা হইয়াছে কি না;

(খ) অনুচ্ছেদ ১৭ এর দফা (২) এর অধীনে সমগ্র সম্পত্তি বা উহার অংশের ক্ষতির উপর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঃ

(i) তাহার হিসাব মতে এইরূপ ক্ষতির ফলে সম্পত্তি বা উহার অংশের মূল্য যেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং ঐ ক্ষতি মেরামতের ব্যয় বা সম্ভাব্য ব্যয়;

(ii) এইরূপ ক্ষতি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে সরকার বা জনগণের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে কি না বা হইয়াছে কি না;

(গ) সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে-

(i) বিধি খ(i) এর অধীনে সম্পত্তি বা উহার অংশের মূল্যায়নকৃত মূল্য;

(ii) সম্পত্তি বা উহার অংশের বাজার মূল্য অথবা বেআইনী দখলদার এর নিকট হইতে হস্তান্তরের সময় প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইটির মধ্যে যেইটি অধিকতর হয়; এবং

(iii) হিসাব করার জন্য প্রাসঙ্গিক ব্যয়।

(৩) এই বিধিসমূহের অধীনে মূল্যায়নকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৭। **ভূমি রাজস্বের-হিসাবসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- প্রত্যেক সম্পত্তির জন্য একটি ভিন্ন হিসাব ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ উদ্দেশ্যে রক্ষিত একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশ অনুসারে ইহা করা হইবে। উহাতে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল প্রাপ্তির ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে; এবং এইরূপে সংরক্ষিত হিসাবসমূহ বৎসরে অন্তত: একবার কম্পোট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ কর্তৃক অথবা সরকার কর্তৃক এই মর্মে বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষা করা হইবে।

৮। **সম্পত্তি মূল্য মূল্যায়ন**।- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহে সম্পত্তি সমূহের মূল্যের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(২) একটি দালানের ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন নির্মাণ বৎসরে নির্মাণ ব্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পন্ন করা হইবে; কিন্তু যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মত অনুসারে ঐভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ তারিখে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের চলতি মূল্যায়ন অনুসারে উহার মূল্যায়ন করা হইবে।

(৩) যদি যেই এলাকায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত, উহা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সীমানার বাহিরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহার মূল্যায়ন ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে উহার সর্বাধিক নিকটে অবস্থিত পৌরসভা বা শহর কমিটি বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার দালানসমূহের মূল্যায়ন অনুসারে হইবে, কিন্তু যদি নির্মাণের বৎসর নির্ণয় করা সম্ভব না হয় বা যদি পৌরসভা বা শহর কমিটি বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হইতে মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে বিদ্যমান নির্মাণ ব্যয়ের ভিত্তিতে ঐ দালানের মূল্যায়ন সম্পন্ন করিবেন এবং মূল্যায়নের সর্বাধিক শতকরা তেত্রিশ ভাগ সাপেক্ষে উহার জন্য যথোচিত অবচয় হিসাব করিবেন।

(৪) অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে বিদ্যমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া মূল্যায়ন সম্পন্ন করিবেন।

৯। **সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।**- (১) *ব্যবস্থাপনা বোর্ড* – ক্যান্টনমেন্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড নামক একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করা হইবে, যাহা নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা –

(ক) পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন, বাংলাদেশ - *সভাপতি (পদাধিকার বলে)*
(খ) শাখা প্রধান (পরিত্যক্ত সম্পত্তি), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য *(পদাধিকার বলে)*
(গ) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট - সদস্য *(পদাধিকার বলে)*
(ঘ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট - সদস্য (সচিব)

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা বের্ডের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের শ্রেণী বিভাগ এবং বিস্তারিত বিবরণ যুক্ত একটি তালিকা দাখিলের ব্যবস্থা করিবেন, উহার সংগে বিবাদযুক্ত সম্পত্তিসমূহের তালিকাও থাকিবে। ব্যবস্থাপনা বোর্ড ঐ তালিকা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া উহা সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) ব্যবস্থাপনা বোর্ড সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ঃ

শর্ত থাকে যে, প্রথমে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে না।

(৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা আহ্বান, রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং উহার জন্য প্রয়োজন মত ব্যয় অনুমোদন করিবেন ঃ

শর্ত থাকে যে, তিনি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দুই হাজার টাকার অধিক ব্যয় অনুমোদন করিবেন না;

আরো শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীনে ব্যয়কৃত সকল অর্থের হিসাব ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিকট অবগতির জন্য দাখিল করা হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা বোর্ড সরকারের প্রয়োজন অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট সম্পত্তির বিবরণ এবং ঐ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন, উহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, ধরনে এবং সময়ান্তরে করা হইবে।

১০। **সম্পত্তি হস্তান্তর।**- (১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছা সাপেক্ষে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর নিম্নরূপে করা হইবে, যথা ঃ-

(ক) মাসিক ভাড়ায় অস্থায়ী ইজারা;
(খ) ভাড়া-ক্রয় ভিত্তিতে হস্তান্তর; এবং
(গ) গণ নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তর:

শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দফা (খ) বা দফা (গ) এর অধীনে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে না।

(২) একটি দালানের মাসিক ভাড়া ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২) এর ধারা ৬৪ এর অধীনে নির্ধারিত সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের বার ভাগের এক ভাগ রূপে ধার্য হইবে।

(৩) ভাড়া-ক্রয় ভিত্তিতে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য হইবে, উহার মূল্য, স্থানের মূল্যসহ, যাহা বিধি ৮ এর অধীনে মূল্যায়ন করা হইবে, উহার সংগে বাৎসরিক শতকরা ৮ হারে সুদ যোগ হইবে, যাহা সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ মূল্যায়নকৃত মূল্যের উপর পাওয়া যাইবে এবং এইরূপ মূল্যের অন্তত: এক তৃতীয়াংশ প্রথম কিস্তি হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে, বাকি অর্থ দশ বৎসর মেয়াদে সমান দশ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সম্পত্তি ভাড়া-ক্রয় বা নিলামে হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোন গণস্বার্থে প্রয়োজন হইবে না।

(৫) যদি একটি দালানের দায় এর পরিমাণ উহার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে দালানটি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শ্রেয় হইবে এবং ঐ নিলাম ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৫ এর নির্ধারিত নিয়মে সম্পন্ন হইবে।

(৬) একটি সম্পত্তি ইজারায় বরাদ্দ করা যাইতে পারে এবং এইরূপ বরাদ্দ নিম্নে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং ক্রম অনুসারে করা হইবে –

(ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের স্থান হিসাবে;

(খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং যাহারা প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস হিসাব হইতে বেতন পান তাহাদের বাসস্থান হিসাবে।

(গ) সামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পরিবারবর্গ এবং ঐ সকল বেসামরিক কর্মকর্তা যাহারা প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস হিসাব হইতে বেতন পান এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন, ঐরূপ পরিবারবর্গের যদি ক্যান্টনমেন্টসহ কোন শহর এলাকায় নিজস্ব কোন বাড়ী না থাকে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে অপরিহার্য কারণে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাস করিতে হয় এবং যদি শহীদগণ জীবিত ও চাকুরীরত থাকা কালে ঐ পরিবারসমূহ এই ধরনের বাসস্থান বরাদ্দ পাওয়ার উপযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে বাসস্থানের উপযোগী মোট গৃহাদির সর্বাধিক শতকরা বিশ ভাগ এই ধরনের পরিবার সমূহকে বরাদ্দ করা যাইবে।

(৭) অনুচ্ছেদ ১৫ অধীনে একটি দরখাস্ত করার সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে, অথবা, দরখাস্ত করা হইয়া থাকিলে ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে, অথবা যেই ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীনে একটি আপিল দায়ের করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ঐ আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা বোর্ড দ্বারা ব্যবস্থাপনা করা হইবে, এই উদ্দেশ্যে উহা এককালীন অনধিক এক বৎসর মেয়াদে অস্থায়ী ইজারা প্রদান করা হইবে, যাহার পদ্ধতি ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারণ করা হইবে, অথবা ইহা মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা যাইতে পারে।

(৮) অন্যান্য সম্পত্তি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন এইরূপ অন্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঐ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হস্তান্তর বা সংরক্ষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়, সেই সকল নির্দেশ জারি করা হইবে, সেইগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে।

শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ অন্য সম্পত্তি কোন পচনশীল দ্রব্য হয়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যাদি গণ নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

(৯) উপ-ধারা (৭) এর অধীনে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সময় সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সচিবের নামে একটি ব্যক্তিগত লেজার হিসাব খুলিয়া উহাতে জমা করিতে হইবে এবং ঐ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সকল ব্যয় ঐ হিসাব হইতে বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৪) অনুসারে করিতে হইবে।

(১০) কোন সম্পত্তি শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং অন্য ব্যক্তিগণ যাহারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ইজারা প্রদানের সময় নিম্নরূপে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) একজন শহীদ যাহার গৃহ বা যাহার পরিবারের গৃহ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ হইতে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর মধ্যে ধ্বংস করা হইয়াছে;
(খ) একজন শহীদ যাহার পরিবারের কোন শহর এলাকায় গৃহ নাই;
(গ) একজন মুক্তিযোদ্ধা যাহার বা যাহার পরিবারের গৃহ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ হইতে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর মধ্যে ধ্বংস করা হইয়াছে;
(ঘ) একজন মুক্তিযোদ্ধা যাহার বা যাহার পরিবারের কোন সদস্যের নামে কোন শহর এলাকায় কোন গৃহ নাই;
(ঙ) একজন ব্যক্তি যিনি অন্যরূপে সরকারের বা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সন্তুষ্টিমতে স্বাধীনতা যুদ্ধে বা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং উপরে বর্ণিত সময়ে গৃহহারা হইয়াছেন অথবা যাহার কোন শহর এলাকায় কোন গৃহ নাই;
(চ) যেই কোন ব্যক্তি যিনি কোন বিশেষ কারণে সরকার বা ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন;

শর্ত থাকে যে, (ক) ও (খ) শ্রেণীর ক্ষেত্রে ইজারা বরাদ্দ পরিবারের কোন জীবিত সদস্যের নামে করা হইবে, যাহাতে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা বা নির্ভরশীল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সন্তানাদি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই এবং অবিবাহিতা ভগ্নী সামিল থাকিবেন।

রাষ্ট্রপরিত আদেশক্রমে
ওসমান গণি খান
সচিব।